ভোরের কাগজ

তারিখ ··· JAN. 1 4 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

58

রাজধানীতে ১০টি 'উচ্চ মাধ্যমিক মডেল স্কুল' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত

মোস্তফা ফিরোজ : রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তীব্র ভর্তি সংকট নিরসনের জন্য সরকার ১০টি 'উচ্চ মাধ্যমিক মডেল স্কুল' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম পরিচালিত হবে। আগামী ২০০১ সালে ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে স্কুলগুলো যাতে চালু করা যায় সেজন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ১০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের শীগগিরই শিক্ষা সচিবকে সভাপতি করে ১২ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হচ্ছে। স্কুলগুলো স্থাপনে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

মডেল স্কুল স্থাপন সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সারপত্রে বলা হয়েছে, রাজধানীর জনসংখ্যার তুলনায় স্কুল, বিশেষভাবে সরকারি স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত কম। প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্কুলগুলোতে ভর্তি সমস্যা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করছে। তাছাড়া রাজধানীর ভালো স্কুলগুলো সব ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সারপত্রে বলা হয়, নগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে ১০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হলে ভর্তি সমস্যা খানিকটা হলেও কমবে।

প্রকল্প সারপত্রে বলা হয়, নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে তা দেশের শিক্ষা কাঠামোতে পরিবর্তনের সূচনা ঘটাবে। এ ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী হওয়ার পর বেসরকারি উদ্যোক্তারাও এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে।

প্রস্তাবিত মডেল স্কুলগুলোর জন্য এক একর জমির প্রয়োজন হবে। সরকারের খাস জমি থেকে স্কুলের জমির বন্দোবস্ত নেওয়া হবে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোর ক্যাম্পাসে জমি অব্যবহৃত থাকলে সেখানে মডেল স্কুল নির্মাণ করা যেতে পারে বলে প্রকল্প সারপত্রে উল্লেখ করা হয়।

প্রসঙ্গত, প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দাতা সংস্থাগুলোর অর্থায়নে হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্টের আওতায় ২৬টি মাধ্যমিক স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী চালু এবং ১৩২টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার কথা।

শিক্ষানীতিতে বলা আছে, ২০০১ শিক্ষাবর্ষে নবম ও একাদশ শ্রেণী এবং ২০০২ শিক্ষাবর্ষে পূর্ণাঙ্গভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল চালু করার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এসব স্কুলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠদান করা হবে। একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষসহ প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক মডেল স্কুলে ৭০ জন প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকের সংস্থান থাকবে। এ হিসাবে ১০টি মডেল স্কুলে ৭০০ প্রভাষক ও সহাকারী অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে।